আলমডাঙ্গার কুমারি-নাগদাহ ইউনিয়নে নৌকায় ভোট চাইলেন নেতা-কর্মীরা

আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে নৌকার মনোনয়ন প্রার্থী সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন- এমপির সমর্থনে কুমারী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ ও নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উদ্যোগে নির্বাচনি প্রচারণা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় প্রতিটি ইউনিয়নের স্ব-স্ব ওয়ার্ডে নেতা- কর্মীরা এ নির্বাচনি প্রচারণা ও নৌকা প্রতিকের পক্ষে স্লোগানে অংশগ্রহণ করেন।

এসময় কুমারী আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সাইদ পিন্টুর নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন কুমারি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি রবিউল হক, সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আলেপ মন্ডল, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, সাবেক ইউপি সদস্য আবুল হোসেন মালিতা, আওয়ামীলীগ নেতা আবু সাইম রিপন, রাজিব আহম্মেদ, কুমারি ইউনিয়ন ছাত্রলীগ নেতা ছলেমান ফারাজী, রেজাউল হক, নুর ইসলাম, গোলাপ আলী, হবিবর রহমান, শফি মোল্লা প্রমূখ।

এদিকে, আজ সোমবার সন্ধ্যায় আওয়ামীলীগের নৌকার প্রার্থী সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন-এমপির প্রতিক বরাদ্দের পরপরই নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দার তার নেতাকর্মীদের নিয়ে ভোটের মাঠে নেমে পড়েন। সাধারণ মানুষের নিকট নৌকা প্রতিকে ভোট চান। এছাড়া সোমবার সন্ধ্যার পর শত শত নেতাকর্মীদের উপস্থিতে একটি নৌকার পক্ষে মিছিল বের করেন।

চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনে ১৩ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ

চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনের ১৩ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ৬ জন ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে ৭ জন প্রার্থী রয়েছেন।আজ সোমবার সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে প্রতীক বরাদ্দ দেন চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনের রির্টানিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড.কিসিঞ্জার চাকমা।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন (নৌকা) প্রতীক, স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ কুমার আগরওয়ালা পেয়েছেন (ঈগল) প্রতীক, জাতীয় পার্টি মনানীত প্রার্থী সোহরাব হোসেন এ্যাডভোকেট পেয়েছেন (লাঙ্গল) প্রতীক, ন্যাশনাল পিউপিলস পার্টি মনোনীত ইদ্রিস চৌধুরী পেয়েছেন (আম) প্রতীক, স্বতন্ত্র প্রার্থী এম.এ. রাজ্জাক খান পেয়েছেন (ফ্রিজ) প্রতীক ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক নৌ কমান্ডার এম. শহিদুর রহমান পেয়েছেন (ট্র্যাক) প্রতীক।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আলী আজগার (নৌকা) প্রতীক, জাতীয় পার্টি প্রার্থী রবিউল ইসলাম (লাঙ্গল) প্রতীক, ন্যাশনাল পিউপিলস পার্টি মনোনীত ইদ্রিস চৌধুরী পেয়েছেন (আম) প্রতীক, জাতীয় সমাজতা্◌িত্রক দল (ইনু) দেওয়ান মোহাম্মদ ইয়াছিন উল্লাহ পেয়েছেন (মশাল) প্রতীক, জাকের পার্টির আব্দুল লতিফ খান পেয়েছেন (গোলাপ ফুল), স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ নূর হাকিম পেয়েছেন (ঈগল) প্রতীক ও

স্বতন্ত্র প্রার্থী আবু হাশেম রেজা পেয়েছেন (ট্রাক) প্রতীক।

উল্লেখ্য, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১ সংসদীয় আসন মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৮৩ হাজার ৯৮০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৪১ হাজার ৩৮৭ জন ও মহিলা ভোটার ২ লাখ ৪২ হাজার ৫৮৯ জন। মোট ভোট কেদ্রের সংখ্যা ১৮১টি।

৮০ চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৬৬ হাজার ৯৮ জন। এর মধ্য পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৩৪ হাজার ৪৪২ জন ও মহিলা ভোটার ২ লাখ ৩১ হাজার ৬৯২ জন। মোট ভোট কেদ্রের সংখ্যা ১৭৩টি।

চুয়াডাঙ্গায় হিমেল হাওয়ার সঙ্গে তীব্র শীত অনুভূত; তাপমাত্রা ১০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস

চুয়াডাঙ্গায় আট দিন হিমেল হাওয়া প্রবাহিত হওয়ায় তীব্র শীত অনুভূত হচ্ছে। দিন দিন ক্রমাগত তাপমাত্রা কমতে থাকায় এ জেলায় শীতের মাত্রা বেড়েই চলছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় আজ রবিবার (১৭ ডিসেম্বর) দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে ।

চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবক্ষণাগারের পর্যবেক্ষক আলতাফ হোসন জানান, আজ রবিবার (১৭ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৬ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ।

গত রবিবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ৬টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ১৫ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা

ছিল ৯৮ শতাংশ। ওই দিন সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৫ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯২ শতাংশ। সোমবার (১১ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯১ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সে সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ। মঙ্গলবার (১২ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৩ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। ওই দিন সকাল ৬টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৩ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। কুয়াশার কারনে এদিন তাপমাত্রা ও বাতাসের আর্দ্রতা একই ছিল। বুধবার (১৩ ডিসম্বর) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯১ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৪ শতাংশ। বৃহস্পতিবার (১৪ ডিসম্বর) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৯ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। শুক্রবার (১৫ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় দেশর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯২ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ। শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৬ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। তিনি আরও বলেন, ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে এ জেলার ওপর দিয়ে মাঝারি থেক তীব্র আকারের শৈত্য প্রবাহ বয়ে যেতে পারে।

চুয়াডাঙ্গায় হঠাৎ তাপমাত্রা কমে যাওয়ার কারনে দুর্ভোগ বেড়ে গেছে খেটে খাওয়া মানুষের।

আজ রবিবার সকালে রিক্সাভ্যান চালক বশির জানায়, তিনি প্রতিদিন ভোর ৪টার সময় জীবীকার তাগিদে তার নিজের রিক্সাভ্যান নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ক’দিন থেকে প্রচন্ড শীত পড়ায় তার রিক্সাভ্যান কোন ভাড়া হচ্ছেনা। সে কারনে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

শহরের শান্তিপাড়ার রিক্সাচালক খোকন অভিনব ভাষায় বলেন, শীত তোর খালা রিক্সায় কেউ চড়তে চাচ্চেনা। সে জন্য তিনি ভাড়া পাওয়া দৃরহ হচ্ছে। তাছাড়া শীত বেশী রিক্সা চালোনা যাচ্ছেনা।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জাকের পার্টির প্রার্থীর মনানয়নপত্র প্রত্যাহার

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জাকের পার্টির প্রার্থী মোহাম্মদ সালাম উদ্দিন তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়ছেন। শেষ পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা-১ আসন থেকে ৬ জন ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসন থেকে ৭ জন প্রাথীসহ ১৩ জন প্রার্থী ভোট যুদ্ধে থাকছেন মাঠে।

আজ রবিবার বিকেলে রিটার্নিং অফিসার ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড.কিসিঞ্জার চাকমা জানান, চুয়াডাঙ্গা -১ আসনে প্রার্থীরা হলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সোলোয়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন, জাতীয় পার্টির সোহরাব হোসেন এ্যাডভোকেট, ন্যাশনাল পিউপিলস পার্টির ইদ্রিস চৌধুরী, স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ কুমার আগরওয়ালা, এম.এ.রাজ্জাক খান ও এম.শহিদুর রহমান।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে প্রার্থীরা হলেন, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী আলী আজগার টগর, জাতীয় পার্টির রবিউল ইসলাম, ন্যাশনাল পিউপিলস পার্টির ইদ্রিস চৌধুরী, জাসদ (ইনু) দেওয়ান মোঃ ইয়াছিন উল্লাহ, জাকের পার্টির আব্দুল লতিফ খান,স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ আবু হাশেম রেজা ও আপিল শুনানীর মাধ্যমে প্রার্থীতা পদ ফিরে পাওয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ নূর হাকিম।

আলমডাঙ্গায় মাদক সেবনের দায়ে ২ যুবকের কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গা উপজেলায় মাদক সেবনের দায়ে দুই যুবককে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ রবিবার সন্ধ্যায় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক রেজওয়ানা নাহিদ এই সাজা দেন।

সাজা পাওয়া যুবকেরা হলেন উপজলার গোবিন্দপুর মন্ডলপাড়ার মৃত শমসের আলীর ছেলে মো. এমদাদুল হক (২৭) ও এরশাদপুর গ্রামের গোরস্থান পাড়ার মোহাম্মদের ছেলে মো. হাবিবুর রহমান বাবুল (২৯)।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ বলেন, আজ রবিবার বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে উপজেলার বন্ডবিল এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালানো হয়। অভিযানে মাদকদ্রব্য সেবনরত অবস্থায় ২ এ্যাম্পুল বুপ্রেনরফাইন ইঞ্জেকশনসহ হাতেনাতে এমদাদুল হককে আটক করা হয়। বুপ্রেনরফাইন ইঞ্জেকশন সেবনের দায়ে পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মন্ডলপাড়া এলাকার মো. এমদাদুল হককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া মো. হাবিবুর রহমান বাবুলকে গাঁজা সেবনের দায়ে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও তিন দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অভিযানে সার্বিক সহযোগীতা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের একটি দল।

দামুড়হুদায় অবৈধ ভাবে মাটি কাটায় ৬০ হাজার টাকা জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের তারিনিপুর গ্রামে অবৈধ ভাবে ফসিল জমির মাটি কাটায় ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করেন দামুড়হুদা

উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস। আজ রোববার সকাল ১০ টার দিকে।

জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার তারিনিপুর মাঠে অবৈধ ভাবে ফসলি জমির মাটি কেটে বিভিন্ন স্থানে বিক্রি হচ্ছে। এমন সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস সরজমিনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে ঘটনার সত্যতা মেলে।

এসময় ঘটনার সাথে জড়িত দুই জন ট্রাক্টর চালকে আটক করে বালু মহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ অনুসারে দুই জনকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। সেইসাথে অদূর ভবিষ্যতে ফসলি জমির মাটি কাটলে কঠিন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে হুশিয়ারী দেন।

এসময় দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস বলেন, জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদাতে ভৈরব নদী থেকে অবৈধ ভাবে ড্রেজার দিয়ে বালি উত্তোলন

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ভৈরব নদী থেকে ড্রেজার মেশিন ভিড়িয়ে বালি উত্তোলন করছিলো কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের মৃত আলী খাবলির ছেলে জাব্বার খাবলী,হুদা পাড়ার নাজমুল হাসান গেগার ও কার্পাসডাঙ্গা ভূমিহীনপাড়ার লাবু। বিষয়টি নিয়ে মাস খানেক পূর্বে স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হলে নড়েচড়ে বসে উপজেলা প্রশাসন।

দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)সজল কুমার দাসের নেতৃত্বে বালি উত্তোলনের ড্রেজার মেশিন জব্দ করে তা ইউনিয়ন পরিষদে রাখা হয় ও উত্তোলন কৃত বালি জব্দ করা হয়।

আজ রোববার সকাল ১২ টার দিকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দামুড়হুদা উপজেলা প্রকৌশলী মো:আব্দুর রশিদ নিলাম পক্রিয়ার

প্রধান হয়ে ১০ টি প্লাস্টিক ড্রাম,২ টি ইউপিভিসি পাইপ,২ টি ফ্লাক্সিবেল পাইপ,২ টি ডিজেল স্টার্ট,২ টি চায়না শ্যালো মেশিন ও ৮৬৮৭.৬০ সিএফটি বালির নিলাম ডাকার পক্রিয়া শুরু হয়।নিলামে অংশ গ্রহনের পূর্বে ডাকে অংশগ্রহনকারীরা সহ স্থানীয় অনেকে নিলাম কমিটিকে অবহিত করে ভৈরবনদীতে জব্দকৃত ৩ টি স্তুপের বালির পরিমান আনুমানিক প্রায় ২ হাজার গাড়ি।অথচ সেখানে যে পরিমান বালি দেখানো হয়েছে তা মাত্র ৭০ গাড়ি হবে। নিলামে সঠিক তথ্য গোপন করে ও বালির মাপ একেবারে কম দেখিয়ে পুকুর চুরির ঘটনা ঘটছে।

নিলাম কমিটি সহ এর সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য মানববন্ধন হবে এমন হট্টগোল শুরু হলে নিলাম কমিটি কিছুক্ষন সময় চেয়ে বিষয়টা জেনে তারপর নিলাম পক্রিয়া শুরু হবে বলে জানান। কিছুক্ষন পর উপজেলা প্রকৌশলী ও নিলাম কমিটি প্রধান মো:আব্দুর রশিদ বলেন আমরা পুনরায় সরেজমিন যাচাই বাছাই করে তারপর লোকেশন ঠিক করে আবারো প্রকাশ্য নিলামের তারিখ জানানো হবে।এসময় তিনি আরো জানান আগামীতে যখন প্রকাশ্য যখন নিলাম ডাকা হবে তখন নোটিশ করা হবে ও মাইকিং এর ব্যাবস্থা করা হবে।

স্থানীয় এলাকাবাসী সহ সচেতন মহলের জোর দাবী বালি উত্তোলনের সাথে জড়িতরা যাতে প্রকাশ্য নিলামে অংশ গ্রহন করতে না পারে ও বালির সঠিক মাপের মাধ্যমে স্বচ্ছ পত্রিকায় প্রকাশ্য নিলাম অনুষ্ঠিত হয় তার সুব্যাবস্থা করতে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

প্রকাশ্য নিলামে কোন ধরনের মিথ্যা তথ্যা বা সঠিক চিত্র তুলে ধরা না হলে এলাকায় মানববন্ধন সহ বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষনা দেন এলাকাবাসী।

দর্শনা সীমান্তে অবৈধভাবে

অনুপ্রবেশ, বিএসএফের গুলিতে নিহত ২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা বাড়াদী কামাপাড়া সীমান্তে ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের পর দু’বাংলাদেশী গরু চোরাকারবারীকে গুলি করে হত্যা করেছে বিএসএফ।

গতকাল শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে এ হত্যাকান্ডটি ঘটেছে বলে বিজিবি ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

পারকৃষ্ণপুর মদনা-ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এস.এম. জাকারিয়া আলম জানান, বিএসএফের গুলিতে নিহত ছয়ঘরিয়া গ্রামের হায়দার আলীর ছেলে সাইদুল (২৫) ও একই গ্রামের শরিয়তউল্লার ছেলে খাজা মঈনুদ্দিনসহ
(৩২) ৫জন গত শনিবার সন্ধ্যার পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে গরু আনতে গিয়েছিল।

বারাদী বিওপির সীমান্ত খুঁটি ৮২/২-এস হতে ভারতের অভ্যন্তরে আনুমানিক ৩০০ গজ কলাবাগান নামক স্থানে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করলে তাদের মুখোমুখী হয় ৩২ বিএসএফ গোবিন্দপুর ক্যাম্পের বিএসএফের একটি দলের। সে সময় বিএসএফ তাদের লক্ষ করে গুলি ছুঁড়লে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হয়। গতকাল রবিবার সকালে ভারতের গোবিন্দপুর ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা মরদেহ দুটি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যায় বলে জানা যায়।

কৃষ্ণগঞ্জ থানার ওসি বাপিন মুর্খার্জী জানিয়েছেন, নিহত দু’বাংলাদেশীর মরদেহ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের শক্তিনগর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার সাহা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পরিচালক লে. কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান বলেন, আমি ছুটিতে ঢাকায় আছি। তবে জেনেছি ওরা রাতে আঁধারে চোরাকারকারীর জন্য ভারতের অভ্যন্তরে গিয়েছিল। এ ঘটনায় পতাকা বৈঠকের আহবান জানানো হয়েছে। তারপর বিস্তারিত জানানো যাবে।

চুয়াডাঙ্গায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা

চুয়াডাঙ্গায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সাড়ে এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ডিসি সাহিত্য মঞ্চে এ সংবর্ধনা প্রদান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে চুয়াডাঙ্গা জেলার মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এদিকে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও ভি জে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন, হাসপাতাল, কারাগার, শিশু পরিবার ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের মধ্যে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন, বাদ জুম্মা সকল মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডায় জাতির শান্তি ও অগ্রগতি কামনা করে সুবিধাজনক সময়ে মোনাজাত ও প্রার্থনা করা হয়।

বিকালে চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মহিলাদের

আলোচনা সভা ও জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রিয়া সংস্থার আয়োজনে বিকালে পুরাতন স্টেডিয়ামে প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গা ডিসি সাহিত্য মঞ্চে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচি শেষ হয়

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম সেবা,চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক,বীর প্রতীক সুবেদার মেজর(অব) সাইদুর রহমান,চুয়াডাঙ্গা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক জেলা কমান্ডার নুরুল ইসলাম মালিক,চুয়াডাঙ্গা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক জেলা কমান্ডার আবু হোসেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(অর্থ ও প্রশাসন) রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(ক্রাইম অ্যান্ড অপস) নাজিম উদ্দীন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার ফাতেমা তুজ জোহরা, চুয়াডাঙ্গা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ডের সদস্যবৃন্দসহ জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশের সকল পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ, চুয়াডাঙ্গা সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় বিজয় দিবসের প্রামান্য চলচিত্র প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

চুয়াডাঙ্গায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসন চুয়াডাঙ্গা কর্তৃক আয়োজিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে ডিসি সাহিত্য মঞ্চে চুয়াডাঙ্গা জেলা শিল্পকলা একাডেমী চুয়াডাঙ্গার পরিবেশনে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা। মহান বিজয় দিবসে শিশু একাডেমি কতৃক আয়োজিত সংগীত আবৃত্তি ও চিত্রা অংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। এর আগে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাহিত্য মঞ্চে বিজয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) নাজমুল হামিদ খান রেজা, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(শিক্ষা আইসিটি) কবির হোসেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার ফাতেমা-তুজ-জোহরা, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসারগণ বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ সহ জেলা শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পী ও কলাকৌশলীবৃন্দ সাংবাদিকবৃন্দ, সুশীল ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।